দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা, সোমবার, ১৩ বৈশাখ ১৪১৭, ২৬ এপ্রিল ২০১০

# বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিদ্যুৎ চাহিদা এতো বেশি যে, তা কিভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ করা যাবে এ নিয়ে সরকার বেশ বিপাকে। পানি সেচ বাবদ বিদ্যুতের মোট চাহিদা ২ হাজার ২৮৮ মেগাওয়াট সরবরাহ করা মোটেই সহজ নয়। দেশে শহরবাসীর শতকরা ৪৭ ভাগ লোক ঢাকা শহরে বাস করে। বিদ্যুতের অভাবে ঢাকা শহরের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঢাকা থেকে রাতে বিদ্যুৎ নিয়ে কৃষি জমিতে সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রায় ২০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ প্রতি রাতে ঢাকা থেকে গ্রামে সরবরাহ করা হয়। ঢাকা শহরে বিদ্যুতের আপ-ডাউন, লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি সংকট বেড়েছে। সেচ খাতের বিদ্যুতের চাহিদা ৬২৪ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালে বা গত বছরের ১ হাজার ৬৬৪ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে সেচ খাতে বৃদ্ধির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ২৮৮ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। আরো উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের বিভিন্ন সংস্থা সূত্রে শুধু সেচ খাতেই বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ। অধিকন্তু, গত এক বছরে বিদ্যুতের প্রায় ১৫ হাজার নতুন সংযোগ দেয়া হয়েছে। সরকারি সূত্র মতে, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ আপাতত বন্ধ।

ভারতের ১০০ কোটি ডলার প্রতিশ্রুত ঋণের বেশিরভাগ বিনিয়োগ করা হবে বাংলাদেশের রেলওয়ে খাতে, বিদ্যুৎ খাতে নয়। পশ্চিমবাংলা থেকে মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা যাবে। ভারতের সংশ্লিষ্ট ২০১২ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে ৭৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। এর ভেতর থেকে ২০০ মেগাওয়াট যাবে ভারতের জাতীয় গ্রিডে। বাকি ৫৪০ মেগাওয়াটের ভেতরে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ২০১২ সালে মাত্র ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে রফতানি করতে আগ্রহী। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ ২ হাজার মেগাওয়াট বা তারও বেশি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুতের অভাবে বিদেশীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ হারাচ্ছে। কৃষি ও শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী প্রায় অর্ধেক বা ৭ কোটি লোকের জনজীবন অতিষ্ঠ। বাকি শতকরা ৫০ ভাগ লোক বিদ্যুতায়িত পরিবেশে নিজেদের জীবনকে সুখকর করবে তারও কোন সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে ভাবা যাচ্ছে না। অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন কিছুই ঠিকমত চলছে না। সুখী সমাজের এ মানুষগুলোও ঘুমাতে পারছে না। মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মত মৌলিক অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ ছাড়া মৌলিক অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলী খান বলেছেন, এদেশের গণতন্ত্রের চেয়েও অনেক বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বিদ্যুতের।

১৯৪৭ সালে ভারত মাত্র ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে ভারতে আজ ১ লাখ মেগাওয়াটের অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে। ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় হিসাব করলে বাংলাদেশে প্রায় কমবেশি ১৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখনই প্রয়োজন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি মর্মে নিম্নলিখিত কিছু সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কথা জরুরি ভিত্তিতে ভাবতে হবে।

১। অতিসত্বর বেসরকারি খাতে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। বলা বাহুল্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বাজার মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রয় করবে এবং তাদের বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হারে লাভজনক হবে। এ মর্মে উদার ও উৎপাদনমুখী বিদ্যুৎ আইন করে বেসরকারিখাত, ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে।

২। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উৎপাদন এবং কয়লা থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। কর্ণফুলী ও আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হবে।

৪। পাবনার রূপপুর আণবিক প্রকল্পসহ কমপক্ষে ৫টি বিদ্যুৎ উৎপাদনের আণবিক প্রকল্প হাতে নিতে হবে।

৫। দক্ষিণ কোরিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন উৎপাদনশীল দেশের মত সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৬। নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর স্থাপনের মাধ্যমে নেপালের খরস্রোতা নদীতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে ভারতের মত বাংলাদেশকেও একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। উল্লেখ্য, এজন্য ভারতের রাজনৈতিক সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। আমরা মনে করি, ভারত এরূপ সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭। সমান্তরালভাবে ভাবতে হবে পার্শ্ববর্তী বার্মা থেকে গ্যাস আমদানি করে তা দিয়ে বাড়তি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কিনা– এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যা কাজে লাগাতে এখনই তৎপর হতে হবে।

*লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।*